

■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫০৪৯

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ১৭. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সাক্ষাৎ ত্যাগ, সম্পর্কচ্ছেদ ও দোষাম্বেষণে নিষেধাজ্ঞা

আরবী

وَعَن عائشةً

قَالَتْ: اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ: «أَعْطِيهَا بَعِيرًا». فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحُجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذُكِرَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا» فِي «بَابِ الشَّفَقَة وَالرَّحْمَة»

বাংলা

৫০৪৯-[২৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর উটটি পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ)-এর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি সওয়ারী ছিল। রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি যায়নাবকে বললেনঃ তাঁকে একটি উট দাও। তখন তিনি বললেনঃ আমি ঐ ইয়াহ্দীনীকে উট দেবো? এতে রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনোক্ষুপ্ত হলেন এবং যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কিছুদিন তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। (আবূ দাউদ)[1]

ফটনোট

[1] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৬০২, গয়াতুল মারাম ৪১০।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সনদে "সুমাইয়া" নামের বর্ণনাকারীকে চেনা যায় না। দেখুন- গয়াতুল মারাম ২৩৪ পৃঃ, হাঃ ৪১০।

ব্যাখ্যা



ব্যাখ্যাঃ الْصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ সফিয়্যাহ্ বিনতু হুয়াইয়ি (রাঃ) ছিলেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী।

्وعنْدَ زَيْنَب) रेनि याग्रनाव विनजू जारु (ताः)-७ नवी সाल्लाल्लान् जालारेहि ७ग्नामाल्लाम- वत स्त्री हिल्लन।

(أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ) এর ব্যাখ্যাঃ সফিয়্য়াহ্ (রাঃ) ছিলেন খায়বার এলাকার ইয়াহূদী সর্দার হুয়াই ইবনু আখতার-এর কন্যা। বংশ পরম্পরায় তিনি ছিলেন মূসা (আ.)-এর বড় ভাই হারূন (আ.)-এর বংশের মহিলা। সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় সফিয়্যাহ্ (রাঃ) দাসী হিসেবে বন্দি হয়ে মুসলিমদের হাতে আসলে, রসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এ হিসেবে যায়নাব (রাঃ) তাকে ইয়াহূদিনী হিসেবে তিরস্কার করেছিলেন।

(فَهَجَرَهَا ذَا الْحُجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَيَعْضَ صَفَرٍ) "যিলহজ্জ মুহার্রম ও সফর মাসের কিছুদিন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন"।

ইবনুল মালিক (রহিমাহল্লাহ) বলেনঃ হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা গেল যে, মন্দ কাজের জন্য তিনদিনের বেশি সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ আছে। অর্থাৎ ধমক দেয়া ও আদব শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছায়; শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির ইচ্ছায় না। এখান থেকে আমরা পূর্ববর্তী হাদীস তথা তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা জায়িয না হাদীসটি ও অত্র হাদীসটির মধ্যে সমন্বয় বুঝতে পারলাম। (মিরক্লাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বৃদ ৮ম খন্ড, হাঃ ৪৫৯১)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন